بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

# খুতবা জুম'আ

## আঁ হযরত (সা.)-এর মহান মর্যাদা সম্পন্ন বদরী সাহাবাকেরাম রেজওয়ানুল্লাহ্ আলাইহিম আজমাঈনদের প্রশংসা সূচক গুণাবলী ও ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলীর হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা।

**সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লণ্ডনের বায়তুল ফুতুহ্ মসজিদ হতে প্রদত্ত ২৯ মার্চ ২০১৯-এর খোতবা জুমা এর সংক্ষিপ্তসার**

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.)বলেন:

আজও আমি বদরী সাহাবীদের স্মৃতিচারণ করব। তাদের মাঝে সর্বপ্র থম স্মৃতিচারণ করা হচ্ছে হযরত তোলায়েব বিন উমায়েরের। তার ডাকনাম ছিল আবু আদী। তার মায়ের নাম ছিল আরওয়া, যিনি আব্দুল মুত্তালিবের কন্যা এবং মহানবী (সা.) এর ফুপুছিলেন। আমি যেমনটি বলেছি, তার ডাকনাম ছিল আবু আদী। তিনি প্রারম্ভিক যুগে ইসলাম গ্রহণকারীদের একজন ছিলেন। তিনি প্রারম্ভিক যুগে ইসলাম গ্রহণকারীদের একজন। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি নিজের মায়ের কাছে যান এবং তাকে বলেন যে, আমি মুহাম্মদ (সা.) এর আনুগত্য স্বীকার করেছি এবং বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ্‌র সত্তায় ঈমান এনেছি। তার মা বলেন, তোমার মামার পুত্র অর্থ াৎ মহানবী (সা.)'ই তোমার সাহায্য এবং সহযোগিতার সবচেয়ে বেশি অধিকার রাখেন। অর্থাৎ তিনি তার সমর্থন করতে গিয়ে বলেন যে, তুমি ঈমান এনে খুব ভালো করেছ। এরপর বলেন যে, খোদার কসম, যদি আমাদের মহিলাদের ভেতরও পুরুষদের মতো শক্তি থাকতো তাহলে আমরাও অবশ্যই তাঁর (সা.) আনুগত্য করতাম এবং তাঁর সাহায্য-সমর্থন ও নিরাপত্তবিধান করতাম। হযরত তোলায়েব তার মা-কে বলেন, তাহলে আপনি ইসলাম গ্রহণ করে মহানবী (সা.) এর অনুসরণ কেন করছেন না? আপনার ভাই হামযাও তো মুসলমান হয়ে গেছেন। তিনি বলেন, আমি আমার বোনদের প্রতিক্রিয়া দেখি, এরপর আমিও তাদের (অর্থাৎ ঈমান আনয়নকারীদের) অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব। হযরত তোলায়েব বলেন, আমি আল্লাহ্‌র দোহাই দিয়ে আপনাকে বলছি যে, আপনি মহানবী (সা.) এর সমীপে যান এবং তাকে সালাম করুন আর তাঁর সত্যায়ন করুন। আর সাক্ষ্য দিন যে, আল্লাহ্ ছাড়া কেউ ইবাদতের যোগ্য নয় এবং মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহ্‌র রসূল। তখন তার মা বলেন, আমিও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কেউ ইবাদতের যোগ্য নয় আর মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহ্ র রসূল। এরপর নিজের কথার মাধ্যমেও তিনি মহানবী (সা.) এর সমর্থন করতেন আর ছেলেকেও মহানবী (সা.)-কে সাহায্য করা এবং তাঁর আনুগত্য করার নসীহত করতেন।

তার সম্পর্কে বলা হয় যে, তিনি সেই প্রথম ব্যক্তি যিনি ইসলামে সর্বপ্র থম মহানবী (সা.) এর অবমাননার কারণে কোন মুশরেককে আহত করেছিলেন। এর বিস্তারিত বিবরণ হলো, একবার অউস বিন সাবরা সাহ্‌মী মহানবী (সা.) সম্পর্কে বাজে কথা বলছিল। হযরত তোলায়েব উটের চোয়ালের হাড় মেরে তাকে আহত করেন। কেউ তার মা আরওয়া'র কাছে অভিযোগ করে যে, আপনি কি দেখছেন না যে, আপনার ছেলে কী করেছে? তিনি উত্তরে বলেন, إِنَّ طُلَيْبًا نَصَرَ ابْنَ خَالِهٖ وَسَعَاهُ فِيْ دَمِهٖ وَمَالِهٖ অর্থাৎ তোলায়েব তার মামাতো ভাইকে সাহায্য করেছে। সে তার রক্ত এবং সম্পদ দ্বারা তাঁর প্রতি সহানুভূতি ব্যক্ত করেছে। কারো কারো মতে তিনি যাকে মেরেছিলেন তার নাম ছিল আবু ইহাব বিন উযায়ের দ্বারমি। আর কোন কোন রেওয়ায়েত অনুসারে যে ব্যক্তিকে হযরত তোলায়েব আহত করেছিলেন সে আবু লাহাব বা আবু জাহাল ছিল। একটি রেওয়ায়েত অনুসারে তার মাকে যখন তার হামলা করা সম্পর্কে অভিযোগ করা হয় তিনি বলেন, তোলায়েবের জীবনের সর্বোত্তম দিন সেটি যেদিন সে তার মামাতো ভাই অর্থাৎ মহানবী (সা.) এর নিরাপত্তাবিধান করবে, যিনি আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে সত্য সহকারে এসেছেন।

হযরত তোলায়েব ইথিওপিয়ায় হিজরতকারী মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কিন্তু যখন ইথিওপিয়ায় কুরাইশদেরমুসলমান হওয়ার গুজব ছড়িয়ে পড়ে তখন ইথিওপিয়া থেকে কতিপয় মুসলমান মক্কায় ফিরে আসেন। হযরত তোলায়েবও তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

হযরত তোলায়েব যখন মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় আসেন তখন তিনি আব্দুল্লাহ্ বিন সালমা আজলানীর ঘরে অবস্থান করেন। মহানবী (সা.) হযরত তোলায়েব এবং হযরত মুনযের বিন আমরের মাঝে ভ্রাতৃত্ববন্ধন স্থাপন করেন। হযরত তোলায়েব বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি জ্যেষ্ঠ সাহাবীদের মাঝে গণ্য হন। তিনি আজনাদাইন এর যুদ্ধে

অংশগ্রহণ করেন। সেই যুদ্ধেই ৩৫ বছর বয়সে তিনি শাহাদত বরণ করেন।

পরবর্তী সাহাবী, যার স্মৃতিচারণ হচ্ছে, তার নাম হলো হযরত সালেম মওলা ইবনে আবি হুযায়ফা। তার ডাকনাম ছিল আবু আব্দুল্লাহ্। তার পিতার নাম ছিল মা'কেল। তিনি ইরানের ইসতাখের এর অধিবাসী ছিলেন। তিনি জ্যেষ্ঠ সাহাবীদের মাঝে গণ্য হন। তিনি একজন মুহাজেরও ছিলেন। তিনি মহানবী (সা.)-এর পূর্বে মদীনায় হিজরত করেছিলেন। মহানবী (সা.) হযরত সালেম এবং হযরত মুআয বিন মায়েস এর মাঝে ভ্রাতৃত্ববন্ধন স্থাপন করেন।

হযরত আবু হুযায়ফা এবং হযরত সালেম মওলা আবি হুযায়ফা যখন মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করেন তখন উভয়েই আব্বাদ বিন বিশরের বাড়িতে অবস্থান করেন। হযরত ইবনে উমরের পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, প্রাথমিক মুহাজেরগণ যখন মক্কা থেকে মদীনা আসেন, তারা কুবার পাশে উসবা নামক স্থানে অবস্থান করেন। হযরত সালেম তাদের নামায পড়াতেন কেননা তিনি তাদের সবার চেয়ে বেশি পবিত্র কুরআন জানতেন।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব লিখেন, জ্ঞান গরীমার ক্ষেত্রেও কতিপয় মুক্তিপ্রাপ্ত কৃতদাস অনেক বড় মর্যাদা লাভ করেছেন। অতএব আবু হুযায়ফার মুক্ত দাস সালেম বিন মা'কেল বিশেষ আলেম সাহাবী গণ্য হতেন। মহানবী (সা.) পবিত্র কুরআন শেখার জন্য যে চারজন সাহাবীকে নির্ধারণ করেছিলেন, সালেমও তাদের একজন ছিলেন।

একটি রেওয়ায়েত অনুসারে মহানবী (সা.) বলেছেন এই চারজন সাহাবীর কাছে কুরআন শিখ, অর্থাৎ ১.আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ, ২. হযরত সালেম মওলা আবি হুযায়ফা, ৩. হযরত উবাই বিন কাব এবং ৪. মায বিন জাবাল।

একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, একবার হযরত আয়েশার মহানবী (সা.) এর কাছে আসতে কিছুটা বিলম্ব হয়। মহানবী (সা.) দেরিতে আসার কারণ জিজ্ঞেস করেন। তিনি বলেন, একজন ক্বারী অত্যন্ত সুললিত কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত করছেন, তার তিলাওয়াত শুনছিলাম, যে কারণে বিলম্ব হয়েছে। মহানবী (সা.) চাদরাবৃত হন এবং বাইরে বের হয়ে দেখেন, হযরত সালেম তিলাওয়াত করছিলেন। তখন তিনি বলেন, আমি আল্লাহ্ র প্রতি কৃতজ্ঞ যিনি আমার উম্মতে তোমার মতো ক্বারী সৃষ্টি করেছেন।

হজরত কাতাদার পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, ওহুদের যুদ্ধের দিন মহানবী (সা.) আঘাত প্রাপ্ত হন। তখন হযরত সালেম মহানবী (সা.) এর ক্ষতস্থান ধৌত করছিলেন। আর মহানবী (সা.) বলছিলেন যে, সেই জাতি কীভাবে সফল হতে পারে যারা নিজেদের নবীর সাথে এরূপ আচরণ করেছে। হযরত সালেম বলেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, কিয়ামত দিবসে এমন এক জাতিকে উপস্থিত করা হবে যাদের পুণ্য তেহামা পর্বতের সমান। তেহামা আরব উপকূলের একটি নিম্নভূমির নাম যা সিনা পর্বত থেকে আরম্ভ হয়ে আরবের দক্ষিণ-পশ্চিম পর্যন্ত বিস্তৃত। তেহামা একটি পর্বতশ্রেণি যা লোহিত সাগর থেকে আরম্ভ হয়। তিনি বলেন, তাদের পুণ্যও তেহামার পর্বতসম হবে। কিন্তু তা যখন উপস্থাপন করা হবে তখন খোদা তা'লা তাদের সকল পুণ্য বিনষ্ট করে দিবেন এবং তাদেরকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করবেন। হুজুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন যে, এটা খুব মনোযোগ সহকারে শোনার মত কথা। তখন হযরত সালেম বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আমার পিতামাতা আপনার জন্য নিবেদিত, আমাদের জন্য এমন লোকদের চিহ্নিত করুন যেন আমরা তাদেরকে চিনতে পারি।.সেই সত্তার কসম যিনি আপনাকে সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন, আমার আশঙ্কা হয় যে, কোথাও আমি তাদের মতো না হয়ে যাই। এরপর মহানবী (সা.) বলেন, তারা এমন মানুষ হবে যারা হয়ত রোযাও রাখতো, নামাযও পড়তো, আর রাতে খুবকমই ঘুমাতো অর্থাৎ নফল পড়তো, কিন্তু তাদের সামনে যখনই কোন অবৈধ জিনিস উপস্থাপন করা হয় তারা তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। অর্থাৎ সেসব পুণ্য সত্ত্বেও তারা জাগতিক লোভলিপ্সার শিকার হবেআর হারাম ও হালালের ভিতর পার্থ ক্য করবে না। এ কারণে আল্লাহ্ তা'লা তাদের কর্ম বিনষ্ট করবেন। হুজুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন যে, অতএব স্থায়ীভাবে এটি চিন্তা ও ভয়ের একটি স্থান। আল্লাহ্ তা'লা সবাইকে সর্বদা নিজেদের আত্মপর্যালোচনা করার তৌফিক দান করুন।

হুজুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমরের পুত্রদের নাম সালেম, ওয়াকদ আর আব্দুল্লাহ্ ছিল, যা তিনি কতিপয় জ্যেষ্ঠ সাহাবীর নামে রেখেছিলেন। তাদের একজনের নাম সালেমও ছিল যা আবু হুযায়ফার মু ক্ত দাস সালেমের নামে রাখা হয়েছিল। সাঈদ বিন আলমুসাইয়্যেব বর্ণনা করেন যে, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমর আমাকে বলেন, তুমি কি জান আমি আমার পুত্রের নাম সালেম কেন রেখেছি। তিনি বলেন, আমি বললাম, আমি জানি না। তখন তিনি বলেন, আমি আমার পুত্রের নাম আবু হুযায়ফার মুক্ত দাস হযরত সালেম এর নাম অনুযায়ী সালেম রেখেছি। পুনরায় তিনি বলেন, তুমি কি জান আমি পুত্রের নাম ওয়াকদ কেন রেখেছি। আমি বললাম যে, না, জানি না। তখন তিনি বলেন, হযরত ওয়াকদ বিন আব্দুল্লাহ্ ইয়ারবুঈ'র নামে এই নাম রেখেছি। এরপর জিজ্ঞেস করেন যে, তুমি কি জান আমি আমার পুত্রের নাম আব্দুল্লাহ্ কেন রেখেছি। যখন আমি বললাম যে, জানি না। তখন তিনি বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রাওয়াহা'র নামে আব্দুল্লাহ্ রেখেছি।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমর কর্তৃক বর্ণিত যে, একটি যুদ্ধে আমরা মহানবী (সা.) এর সাথে ছিলাম। কতিপয় লোক

ঘাবড়ে গিয়েছিল, (অর্থাৎ প্রচণ্ড যুদ্ধ আরম্ভ হলে কয়েকজন ঘাবড়ে যায়) তিনি বলেন, আমি আমার অস্ত্র নিয়ে বের হই, আমার দৃষ্টি হযরত আবু হুযায়ফার মুক্ত দাস হযরত সালেমের ওপর পড়ে। তার কাছেও তার অস্ত্রশস্ত্র ছিল, আর চেহারা ছিল গাম্ভীর্যপূ র্ণ এবং প্রশান্ত, কোন ভয়ভীতি ছিল না। তিনি এগিয়ে যাচ্ছিলেন। আমি স্থির করলাম যে, আমি এই নেক ব্যক্তির পদাঙ্ক অনুসরণ করব। এক পর্যায়ে আমরা রসূলুল্লাহ্ (সা.) এর কাছে পৌঁছে যাই এবং তাঁর কাছে বসে পড়ি। মহানবী (সা.) অপ্রসন্নচিত্তে বের হন এবং বলেন যে, হে মানবসকল! এই ভয়ভীতির কারণ কী? এই দুইজন মু'মিন যে দৃঢ়চিত্ততা প্রদর্শ ন করেছে তোমরা কি তা-ও প্রদর্শ ন করতে পারলে না! ভয় পাওয়া উচিত নয়, যেমনটি হযরত সালেম এবং তার এই সঙ্গী ছিলেন, যারা সকল প্রকার ভয়ভীতির ঊর্ধ্বে থেকে এই কঠিন সময়েও অবিচল ছিলেন।

ইবরাহীম বিন হানযালা নিজ পিতার পক্ষ থেকে বর্ণনা করেন যে, ইয়ামামার যুদ্ধের দিন আবু হুযায়ফার মুক্ত দাস হযরত সালেমকে বলা হয়েছে যে, আপনি পতাকার সুরক্ষা করুন। অথচ কেউ কেউ বলেছিল যে, আমরা আপনার জীবনের বিষয়ে শঙ্কিত। তাই আমরা আপনার পরিবর্তে অন্য কারো হাতে পতাকা ন্যস্ত করছি। তখন হযরত সালেম বলেন, আমি কুরআন শরীফের গভীর জ্ঞান রাখি। আর এই জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও যদি আমি এর ওপর আমলকারী না হই তাহলে এটি খুবই মন্দ কথা,অথবা যদি প্রাণের ভয়ে একটি গুরুত্ব পূর্ণ দায়িত্ব আর পবিত্র কুরআনের নির্দেশ পালন না করি তাহলে কুরআনের এমন জ্ঞান থেকে আমার কী লাভ। যাহোক লড়াইয়ের সময় যখন তার ডান হাত কাটা পড়ে তখন তিনি নিজের বাম হাতে পতাকা ধরে রাখেন। আর যখন বাম হাতও কাটা পড়ে তখন পতাকাকে ঘাড়ের সাথে আটকে রাখেন। আর এই বাক্য পড়তে থাকেন যে, وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ ۖ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۚ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ ۚ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا ۗ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ (ওয়ামা মুহাম্মাদুন ইল্লা রাসূল, ওয়া কাআইয়্যিম মিন নবিয়্যিন কাতালা মাআহু রিব্বিয়্যুনা কাসির)। অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা.) কেবল আল্লাহ্ তা'লার একজন রসূল। আর কতই না এমন নবী ছিলেন যাদের সাথি হয়ে বহু খোদাপ্রেমিক লোকেরা যুদ্ধ করেছে। হযরত সালেম যখন পড়ে যান তখন সাথিদের জিজ্ঞেস করেন যে, আবু হুযায়ফার কী অবস্থা। মানুষ উত্তর দেয় যে, তিনি শহীদ হয়ে গেছেন। এরপর অপর এক ব্যক্তির নাম নিয়ে জিজ্ঞেস করেন যে, সে কী করেছে। তখন উত্তর আসে যে, তিনিও শহীদ হয়ে গেছেন। এতে হযরত সালেম বলেন, আমাকে তাদের দু'জনের মাঝে শুইয়ে দাও। তিনি শহীদ হয়ে গেলে হযরত উমর (রা.) তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি সুবায়তা বিন ইয়ার এর কাছে প্রেরণ করেন। তিনি হযরত সালেমকে মুক্ত করেছিলেন। কিন্তু তিনি এই পরিত্যক্ত সম্পত্তি গ্রহণ করেন নি এবং বলেন, আমি তাকে সায়েবা হিসেবে অর্থাৎ শুধুমাত্র খোদার খাতিরে স্বত্বহীনভাবে মুক্ত করেছিলাম। এরপর হযরত উমর তার পরিত্যক্ত সম্পত্তিকে বায়তুল মালে জমা করে দেন। মুহাম্মদ বিন সাবেত বর্ণনা করেন যে, ইয়ামামা'র যুদ্ধে মুসলমানরা যখন বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে তখন হযরত সালেম বলেন, আমরা মহানবী (সা.) এর সাথে এমন করতাম না, অর্থ াৎ পলায়ন করতাম না। তিনি নিজের জন্য একটি গর্ত খুড়েন, আর তাতে দাঁড়িয়ে যান, সেদিন তার কাছে মুহাজেরদের পতাকা ছিল। অতঃপর তিনি বীরত্বে র সাথে লড়াই করতে করতে শহীদ হন। তিনি ১২ হিজরীতে সংঘটিত ইয়ামামা'র যুদ্ধে শহীদ হন। আর এই ঘটনা হযরত আবু বকরের খিলাফতকালে সংঘটিত হয়। এই উদ্বৃতিটি তাবাকাতুল কুবরা'র।

পরবর্তী যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হবে তার নাম হলো, হযরত ইতবান বিন মালেক (রা.)। হযরত ইতবান বিন মালেক খাযরাজ গোত্রের বনু সালেম বিন অওফ শাখার সদস্য ছিলেন। মহানবী (সা.) তার এবং হযরত উমর (রা.)'র মাঝে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন রচনা করেছিলেন। তিনি বদর, ওহুদ ও খন্দকের যুদ্ধে অংশ নেন। মহানবী (সা.)-এর জীবদ্দশায় তার দৃষ্টিশক্তি ক্রমশ লোপ পেতে থাকে। হযরত মুয়াবিয়ার শাসনকালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, যখন হযরত ইতবান বিন মালেক (রা.)'র দৃষ্টিশক্তি লোপ পায় তখন তিনি মহানবী (সা.)-এর কাছে বাজামা'ত নামাযে যোগদান না করার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করেন যে, আমি মসজিদে আসতে অপারগ, তাই অনুমতি দেওয়া হোক। মহানবী (সা.) বলেন, তুমি কি আযানের ধ্বনি শুনতে পাও? হযরত ইতবান বলেন, জ্বি। তখন মহানবী (সা.) তাকে এর অনুমতি প্রদান করেন নি। এটি প্রসিদ্ধ হাদীস, অধিকাংশ সময় উপস্থাপন করা হয়। কিন্তু এর কিছুটা বিশদ বিবরণও রয়েছে। সহীহ্ বুখারীর রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, পরবর্তীতে মহানবী (সা.) হযরত ইতবানকে বাড়িতে নামায পড়ার অনুমতি প্রদান করেছিলেন। প্রথমে নিষেধ করেছিলেন কিন্তু পরে অনুমতি প্রদান করেন যে, যেখানে তিনি নামায পড়বেন সেখানে যেন বাজামা'ত নামায আদায় হয়। অর্থাৎ পরবর্তীতে যদি (বাড়িতে নামায পড়ার) অনুমতি দিয়ে থাকেন তাহলে ঘরের এক অংশে বাজামা'ত নামায পড়ার শর্তসাপেক্ষে দিয়েছেন। মহানবী (সা.) হযরত ইতবান এর আমন্ত্রণে তার বাড়িতে আসেন এবং জিজ্ঞেস করেন, তুমি কোথায় আমার নামায পড়া পছন্দ করবে? তিনি ঘরের একদিকে ইঙ্গিত করেন আর মহানবী (সা.) সেই স্থানে নামায পড়েন এবং সেই জায়গাটি বাজামা'ত নামায পড়ার জন্য নির্দিষ্ট করে দেন।

হুজুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, সুতরাং এ বিষয়টি সদা স্মরণ রাখা উচিত যে, এখানেও (অর্থাৎ ইংল্যান্ডেও) যদি

দূরত্ব বেশি হয়, বাহন না থাকে, সময় না পাওয়া যায় তাহলে যেমনটি কয়েকবার বলেছি, আহমদীদের নিজেদের বাড়িতে নামায সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা উচিত আর প্রতিবেশীরা একত্রিত হয়ে সেখানে বাজামা'ত নামায পড়ুন। আল্লাহ্ তা'লা সবাইকে এসব নির্দেশ মেনে চলার তৌফিক দিন।

এরপর হুজুর বরেণ, এখন আমি কয়েকজন প্রয়াত ব্যক্তির স্মৃতিচারণ করবো যাদের গায়েবানা জানাযা পড়া হবে। তাদের মধ্যে একজন হলেন, রাবওয়ার শ্রদ্ধেয় গোলাম মোস্তফা আওয়ান সাহেব। গত ১৬ই মার্চ তারিখে ৭৮ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন, **ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেঊন**। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তিনি জন্মগত আহমদী ছিলেন। তার দাদা দেওয়ান বখ্ শ সাহেবের মাধ্যমে তাদের পরিবারে আহমদীয়াত আসে। মরহুম পাঁচবেলার নামায নিয়মিত পড়তেন। তাহাজ্জুদ গোজার ছিলেন। খোদাভীরু, সহানুভূতিশীল, হিতৈষী, সচ্চরিত্রবান, মিশুক ও সহজ-সরল স্বভাবের অধিকারী ছিলেন। অনেক দোয়া করতেন। অতিথি সেবক ছিলেন। দরিদ্র দের দেখাশুনা করতেন। আত্মীয়দের সাথে সুসম্পর্ক রাখতেন। ধর্মকে পার্থিবতার ওপর প্রাধান্যদানকারী নেক ও নিষ্ঠাবান মানুষ ছিলেন। জামা'তের ব্যবস্থাপনা এবং খিলাফতের প্রতি গভীর ভালো বাসার সম্পর্ক রাখতেন। চাকরীসূত্রে সৌদি আরবেও ছিলেন। সেখানে অবস্থানকালে তিনি নয়বার বায়তুল্লাহ্ তে হজ্জব্রত পালনের সৌভাগ্য লাভ করেন আর অগণিতবার উমরাহ্ করারও তৌফিক লাভ করেছেন। তিনি ক্বাবা গৃহ এবং মসজিদে নববীতে নির্মাণ কাজেরও তৌফিক লাভ করেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় মূসী ছিলেন।

দ্বিতীয় জানাযা হলো, কাঠগড়হীর মোহাম্মদ নওয়াজ সাহেবের সহধর্মিণী শ্রদ্ধেয়া আমাতুল হাঈ সাহেবার। ১৫ই মার্চ তার মৃত্যু হয়, **ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেঊন**। কাদিয়ানের পার্শ্ব বর্তী গ্রাম বাগোলের সদস্য ছিলেন তিনি। দু'বছর বয়সে তার পিতা ইন্তেকাল করেন এবং তার বড় চাচা মোহাম্মদ ইব্রাহীম তাকে লালন-পালন করেন। মরহুমা জন্মগত আহমদী ছিলেন। ১৯০৩ সনে তার পরিবারে আহমদীয়াত এসেছিল আর পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর তার চাচার পরিবারের সাথে হিজরত করে জাড়াওয়ালা'তে এসে বসতি স্থাপন করেন। এরপর ১৯৮১ সনে তিনি সন্তানদের শিক্ষা-দীক্ষার জন্য রাবওয়ায় হিজরত করেন আর শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত রাবওয়াতেই ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় মূসীয়া ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা তাকে ছয় পুত্র ও পাঁচ কন্যা দান করেছেন। তার ছেলে হাফেয মাহমুদ বলেন, আমাদের পিতামাতা সারাজীবন জামা'তের সেবাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন আর আমাদেরকে জামা'তের ব্যবস্থাপনা এবং আহমদীয়া খিলাফতের সাথে সম্পৃ ক্ত রাখার এবং নিয়মিত বাজামা'ত নামাযে অভ্যস্ত করানোর জন্য সকল প্রকার ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকতেন।

আল্লাহ্ তা'লা মরহুমীনদের পদমর্যাদা উন্নীত করুন, ক্ষমার আচরণ করুন। আর তাদের সন্তান এবং বংশধরদেরকেও তাদের পুণ্যসমূহ ধরে রাখার তৌফিক দান করুন। (আমীন)

**Khulasa Khutba (Bangla) Huzoor Anwar (atba) 29th March 2019**

**BOOK POST (PRINTED MATTER)**

To .....

.....

**From: Ahmadiyya Muslim Mission Nalhati, Piranpara, Birbhum, 731243, W.B**